ক্রাইমকর্নার

ভূ-পৃষ্ঠ তো বটেই মাটির গভীরে গিয়েও পাথর কেটে তুলে তা পাচার করা হচ্ছে। রীতিমতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পাথর-পাচার ইদানীং প্রায় শিল্পের পর্যায়ে...

সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বিস্ফোরণ, শ্রম শুষে পাথর লুঠ

শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের প্রাচুর্য রয়েছে। আবার পাশের বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যেও শ্রমিকের প্রাচুর্য রয়েছে। অনেকসময় বেআইনি পাথর খাদান মালিকরা ভিনরাজ্য থেকে কম পয়সায় শ্রমিকদের নিয়ে এসে খাদানের কাজে লাগায়। কার্যত 'বন্ডেড লেবার' বানিয়ে দেওয়া হয় তাদের।পাথার কাটার সময় যে 'ডাস্ট' উৎপন্ন হয় তা শ্রমিকের শরীরে দিনের পর দিন প্রবেশ করলে মারাত্মক ব্যাধি ডেকে আনে। চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে সিলিকোসিস বলা হয়ে থাকে। সামান্য পেটের তাগিদে কাজ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলছেন সস্তার শ্রমিকরা।

সাধারণত কয়লা উত্তোলন শিল্পে যুক্ত সংস্থা বিস্ফোরক ব্যবহার করে কয়লার সন্ধান পেতে। ঠিক একইভাবে বেআইনি পাথর খাদানে হয়ে থাকে। কয়লার খোলামুখ খনি যেভাবে তৈরি হয় ঠিক সেই কায়দায় বানানো হয় অবৈধ পাথর খাদান। সুড়ঙ্গ করে ভূ-পৃষ্ঠের কিছুটা গভীরে গিয়ে বিস্ফোরক ব্যবহার করে ব্লাস্ট করা হয়। তার পর মাটির গভীরে যন্ত্র নামিয়ে পাথর কাটা হয়।

সৌরভ মাজি

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য পশ্চিম বর্ধমান জেলাজুড়ে। রয়েছে শিল্পের সহাবস্থানও।

বালি, কয়লা, পাথর। প্রকৃতি যেন উজাড় করে দিয়েছে এখানে। তাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে প্রচুর বৃহৎ শিল্পসংস্থাও। ইসিএল-এর মতো কয়লা উত্তোলনে যুক্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা রয়েছে এই জেলায়। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, বার্নপুরে সেল-আইএসপি-র মতো বৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত সংস্থা রয়েছে। প্রচুর বেসরকারি ইস্পাত কারখানাও রয়েছে এখানে। রয়েছে কয়েকটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও।

আর প্রদীপের নীচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনই এই জেলাতেও রয়েছে পাচারের অন্ধকার জগৎ। প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠতরাজ চলে অবাধে। শিল্পাঞ্চলে সমান্তরাল অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে পাচারের এই অন্ধকার জগৎ। শিল্প সংস্থাগুলিতে যত মানুষের কর্মসংস্থান ঘটেছে তার থেকেও বোধহয় বেশি মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন, রুটিরুজির বন্দোবস্ত করেন এই অন্ধকার জগৎ থেকে।

কয়লা পাচার বা কয়লা চুরির কথা শুধু শিল্পাঞ্চল কেন, রাজ্যের মানুষের অজানা নয়। এবার সেখানে রমরমিয়ে শুরু হয়েছে পাথর পাচার। ভূ-পৃষ্ঠ তো বটেই মাটির গভীরে গিয়েও পাথর কেটে তুলে তা পাচার করা হচ্ছে। রীতিমতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাথর-পাচারকে।

শিল্পাঞ্চলে বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গা রয়েছে। ছড়িয়ে রয়েছে প্রাকৃতির সম্পদ। আর সেখান থেকেই নজর এড়িয়ে সক্রিয় হয়েছে পাচার-চক্র। প্রশাসনের তরফে সম্প্রতি বেআইনি পাথর খাদান বন্ধে অভিযানও চালানো হয়। আর সেই সব অভিযানে কর্তারা পাথর-খাদানের যা চিত্র দেখেছেন তা তাঁদের কল্পনারও অতীত। একটা শিল্প সংস্থা যেভাবে চলে সেই কায়দাতেই চলছে পাথর-খাদান। কীভাবে লুঠ হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ? কীভাবে চলছে এই বেআইনি পাথর খাদান?

জেলা প্রশাসনের অভিযান যেন চিত্র ধরা পড়েছে তাতে তাজ্জব হওয়ারই কথা। সাধারণত কয়লা উত্তোলন শিল্পে যুক্ত সংস্থা বিস্ফোরক ব্যবহার করে কয়লার সন্ধান পেতে। ঠিক একইভাবে বেআইনি পাথর খাদানে হয়ে থাকে। কয়লার খোলামুখ খনি যেভাবে তৈরি হয় ঠিক সেই কায়দায় বানানো হয় অবৈধ পাথর খাদান। সুড়ঙ্গ করে ভূ-পৃষ্ঠের কিছুটা গভীরে গিয়ে বিস্ফোরক ব্যবহার করে ব্লাস্ট করা হয়। তার পর মাটির গভীরে যন্ত্র নামিয়ে পাথর কাটা হয়। সেই পাথরকে বিভিন্ন্ মাপে কেটে ডাম্পার বোঝাই করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বেআইনি পাথর খাদান সংলগ্ণ এলাকাতেই ছোট ছোট ঝুপড়ি বানিয়ে শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেই অস্হায়ী দফতরও বানায় পাচারকারীরা। শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের প্রাচুর্য রয়েছে। আবার পাশের বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যেও শ্রমিকের প্রাচুর্য রয়েছে। অনেকসময় বেআইনি পাথর খাদান মালিকরা ভিনরাজ্য থেকে কম পয়সায় শ্রমিকদের নিয়ে এসে খাদানের কাজে লাগায়। কার্যত 'বন্ডেড লেবার' বানিয়ে দেওয়া হয় তাদের। নিরুপায় হয়ে সেই সব শ্রমিক দিনের পর দিনে পাথর ভাঙার খাটুনি খাটতে বাধ্য হন। অনেক ক্ষেত্রেই ন্যূনতম মজুরিও পান না এই সহ শ্রমিকরা।

পাশাপাশি দীর্ঘদিন বেআইনি পাথর খাদানে কাজ করার ফলে অনেকেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। পাথার কাটার সময় যে 'ডাস্ট' উৎপন্ন হয় তা শ্রমিকের শরীরে দিনের পর দিন প্রবেশ করলে মারাত্মক ব্যাধি ডেকে আনে। চিকিৎসার পরিভাষায় যাকে সিলিকোসিস বলা হয়ে থাকে। সামান্য পেটের তাগিদে কাজ করতে গিয়ে জীবন বিপন্ন করে তুলছেন সস্তার শ্রমিকরা। আর পাথর খাদান মালিকরা এক লরি বা ডাম্পার বোঝাই পাথর বিক্রি করে হাজার হাজার টাকা পকেটে পুরছেন।

বেআইনি পাথর খাদানের রমরমার পিছনে রাজনৈতিক দল, পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের মদত থাকে বলেই অভিযোগ। না হলে এই কারবারের এতটা রমরমা কারবার কোনওদিনই সম্ভব নয়। শুধু বর্ধমান জেলা নয় পাশের বীরভূম জেলাতেও বেআইনি পাথর খাদানের রমরমা কারবার রয়েছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিন রাজ্য থেকে এসে কিছু দুষ্কৃতী এই কারবার শুরু করে। তাতে শামিল করে স্থানীয়দের একাংশকে। যারা 'পলিটিক্যাল শেল্টার' দেয় বা পার্টনার হয়ে যায় ওই কারবারে। আর তাদের মাধ্যমেই পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশকে 'ম্যানেজ' করে রমরমিয়ে চলে বেআইনি কারবার।

সম্প্রতি বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠকে এই সব বেআইনি পাথর খাদান নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ ও প্রশাসনও তৎপর হয়েছে বেআইনি পাথর খাদান বন্ধে। আগেও অভিযান হয়েছে। আসানসোলের মহকুমা শাসক প্রলয় রায়চৌধুরির নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয় বারাবনি এলাকায়। অত্যাধুনিক যন্ত্র থেকে বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়। পাথর খাদানের মালিকের ছেলে গ্রেফতারও হয়েছে কয়েকদিন আগেই। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর তাতে কতটা রাশ টানা হয় বেআইনি পাথর খাদান বন্ধে সেটাই দেখার।

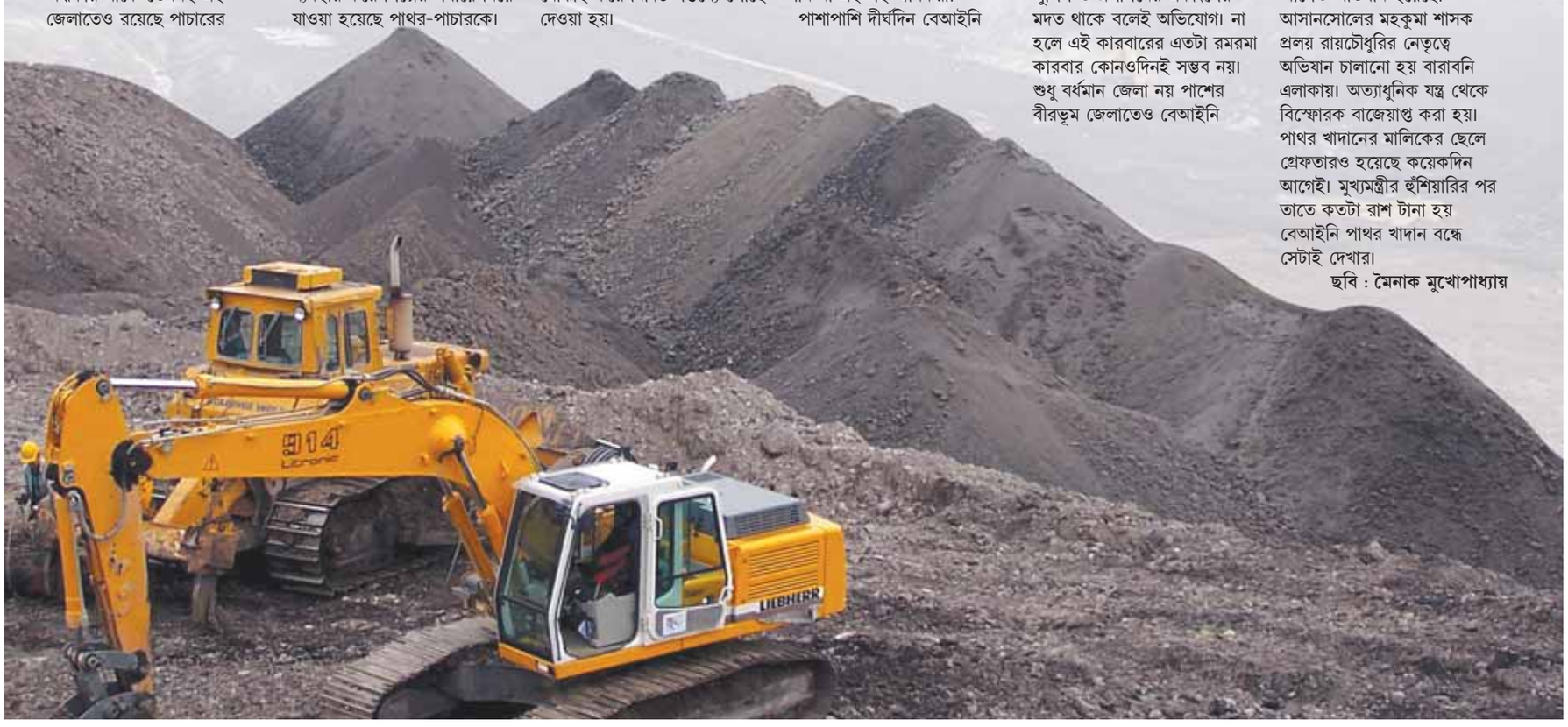

ছবি : মৈনাক মুখোপাধ্যায়

জেলারচিঠি

জমা জলে মশকবাহিত রোগের আশঙ্কা

বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেঠারডাঙা এলাকার উপর দিয়েই দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের রেললাইনটি গিয়েছে। এই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডেই বাঁকুড়া স্টেশন ও রেল কর্মীদের আবাসনগুলি রয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এই এলাকায় বর্ষা শুরু হতেই পুকুরের মতো জল জমে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। এই স্বচ্ছ জমা জলেই মশা ডিম দিয়ে বংশবিস্তার করে বলে আমাদের সকলেরই জানা। দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে এই স্টেশন সংলগ্ন কেঠারডাঙা এলাকায় বেশ কয়েক বিঘা জমির উপর জল দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ প্রশাসনের টনক নড়ছে না। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। নইলে এই বর্ষাতেই মশার কামড় খেয়ে মশকবাহিত রোগে আক্রান্ত হবে মানুষ।

দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া

খালেরপুল মোড় এলাকার রাস্তা পাকা হোক

বর্ধমান-আরামবাগ রোডের উপর অবস্থিত খালেরপুল মোড়, সেখান থেকে মোরাম রাস্তা ধরে যাওয়া যায় মাছখান্দা গ্রাম। গ্রামটি আয়তেন বিশাল। চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষের বাস। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গ্রামে যেতেও এই রাস্তা ব্যবহার করতে হয়। এত গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও রাস্তাটি এখনও পাকা হয়নি। রাস্তার মাঝে মাঝে খানাখন্দে ভর্তি। বর্ষায় জল দাঁড়িয়ে যায়। পথচলতি মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের স্কুলের ভ্যান চলাচলে খুব সমস্যা হয়। যে কোনওদিন একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন রাস্তাটি যাতে দ্রুত পাকা হয়।

মুন্সি মনিরুল হাসান
মাছকান্দা, রায়না, বর্ধমান

চিঠি পাঠান—জেলা বিভাগ, সংবাদ প্রতিদিন, ২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০ ০৭২। মেল করুন — pratidinjela92@gmail.com

রিডাররিপোর্টার

ভাতারের শিশু উদ্যানের সংস্কার চাই

প্রায় ৪ বছর আগে ভাতার বাজারে হাউজিং মাঠে ঘটা করে শিশু উদ্যানের উদ্বোধন করা হয়েছিল। বর্তমানে এই শিশু উদ্যানটি ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। দীর্ঘকাল দেখভাল হয়নি। শিশুদের প্রবেশ তো দূরের কথা, যে কেউ ঢুকতে সাহস পাবেন না। আমাদের এই বাজার এলাকায় দ্বিতীয় কোনও শিশু উদ্যান নেই। ফলে বাচ্চারা খেলাধুলার জায়গা পায় না। প্রবীণরা বিকেলে একটু কোথাও বসবেন তারও জায়গা নেই। হাউজিং মাঠে শিশু উদ্যানের জন্য পরিকল্পনা নেওয়ার পর ভেবেছিলাম সুরাহা কিছু হবে। কিন্তু স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসন এই শিশু উদ্যানের প্রতি কেউই নজর দেয় না। অবিলম্বে এই শিশু উদ্যানের সংস্কার চাই।

সুনীতা পাল
ভাতার বাজার, পূর্ব বর্ধমান

চকা গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের চলা পথ শুরু

রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ স্বামীজির দেখানো পথ আর সারদা মায়ের ভালবাসাকে পাথেয় করে এই বৎসরেই গত অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যক্ষণে চাকা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সংঘ।' আজ সামাজিক কর্মকাণ্ডে শামিল হতে এলাকাবাসীর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় স্থাপন হল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র ও এলাকার পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়। এদিন চাকা আশ্রমে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক ও শতাধিক রোগীর জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা ছিল। এই অনুষ্ঠানটি ঘিরে এলাকাবাসীর মনে খুশির হাওয়া। তাঁদের মতে, রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবা প্রতিষ্ঠান সমাজ গঠনে একদিন কার্যকরী ভূমিকা নেবে। এই সংস্থার পরবর্তী লক্ষ্য আবাসিক আশ্রমিক পরিবেশে বিদ্যালয় স্থাপন ও সবরকম সুবিধা-সহ হাসপাতাল করা।

মিন্টু পতি,
চকা খাতড়া

এলাকার হালচাল, সস্যার রোজনামচা, কিংবা অভিযোগের সাতকাহন পাঠকের পাঠানো খবর ও ছবি তুলে ধরা হবে এই কলমে। হোয়াটস্ অ্যাপ করুন 9674116798 নম্বরে। ছবিও পাঠান।

ডাউনমেমরিলেন

অতুল্য ঘোষের আরামকেদারাই সেইসব দিনের স্মৃতি উস্কে দেয়

ছবি : প্রতিবেদক

এই বাগানবাড়িতে এসে ঘুরে গিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী-র মতো প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাগানবাড়িটির নাম রাখেন 'পাহাড়তলি'।

দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত সেই সদ্য পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশের শাসকদল জাতীয় কংগ্রেস। তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ। এইরকম এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হীড়বাঁধের দেউলাগোড়া গ্রামে তৈরি হল একটি বাড়ি। স্থানীয় ভাবে নাম হল অতুল্য ঘোষের বাগান বাড়ি। এই ব্লকের মাশিয়াড়া গ্রামের কংগ্রেস নেতা তথা পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজবাড়ির কর্মচারী মতিলাল রায় বাগান বাড়ি তৈরি করতে এখানে প্রায় কুড়ি বিঘা জমি দান করলেন। গড়ে উঠল সুন্দর চার কামরার একটি বাড়ি। দক্ষিণে খোলা বারান্দা। বাড়ির চারিদিকে লাগান হল বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ। মাধবীলতা, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, রজনীগন্ধায় সেজে উঠল বাগানবাড়ির চারপাশ। এরপর এই বাগান বাড়ি হয়ে উঠল জাতীয় কংগ্রেসের গোপন মিটিংয়ের জায়গা। এই বাড়িতে বৈঠকে বসতেন কংগ্রেস নেতা কামরাজ, বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের মতো তাবড় তাবড় নেতারা। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে এবং ষাটের দশকের গোড়ায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে এই বাগান বাড়িতেই। তারপর ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে তৈরি হল মুকুটমনিপুর জলাধার। সেই সময় জলাধার নির্মাণের কারণেও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছে এই বাগান বাড়িতেই। কারণ এই বাড়িটির দূরত্ব মুকুটমনিপুর জলাধার থেকে মাত্র সাত কিমি দূরে। তাছাড়া সেই সময় অতুল্য ঘোষ নিজেও অনেকবার এই বাগান বাড়িতে এসে দিনের পর দিন থেকেছেন। নেতা মন্ত্রিদের আনাগোনায় আদিবাসী অধ্যুষিত এই জায়গাটি তখন সারাক্ষণই জমজমাট থাকত। তাছাড়া এই বাগান বাড়িতে এসে ঘুরে গেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী-র মতো প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এঈ বাগানবাড়িটির নাম রাখেন 'পাহাড়তলি'।

এরপর সময় যেন দ্রুত বদলাতে থাকে। বছর দশের মধ্যেই রাজ্য থেকে ক্ষমতা হারায় কংগ্রেস। ধীরে ধীরে কেন্দ্রও জোট সরকারের হাতে চলে যায়। তারপর সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষের মৃত্যুর পর বাগান বাড়িতে নেমে আসে একরাশ শূণ্যতা। বর্তমানে শূন্য বাগান বাড়িতে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে অতুল্য ঘোষের আরামকেদারা। দেখে মনে হয় 'মুকুটটাতো পড়ে আছে, রাজাই শুধু নেই।' এখনও বাগান বাড়ির চারিদিকে শোভা বাড়ায় রংবাহারি ফুলের গাছ। কিন্তু সাহিত্যিকরা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া 'পাহাড়তলি' নামের পাথরের ফলকের লেখা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে 'পাহাড়তলি ট্রাস্টি বোর্ড' এটি দেখাশোনা করে। তাছাড়া যেহেতু মুকুটমনিপুর জলাধারের কাছেই তাই কখনও কখনও দু'একজন পর্যটক এখানে বেড়াতেও আসেন। প্রভাকর সর্দার নামে একজন বয়স্ক ব্যক্তি অতুল্য ঘোষের সময় থেকে এখনও এই বাগান বাড়িটির দেখাশোনা করে আসছেন। আজও অতুল্য ঘোষের কথা মনে পড়লে চোখের কোণ বেয়ে জল আসে বৃদ্ধ প্রভাকরের।